উল উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ গোলার্ধ নেতৃত্ব দেয়।

* **সরবরাহঃ** এই শিল্পের জন্য এলাকায় পশম সরবরাহ পূর্বশর্ত।
* **জলঃ** ধোয়া এবং রঙ করার প্রক্রিয়াগুলিতে নিকটবর্তী স্রোতের জল ব্যবহার করা হয়।
* **শক্তিঃ** যন্ত্রগুলি কয়লা দ্বারা চালিত হতে পারে।
* **বাজারঃ** প্রক্রিয়াজাত পশম বিক্রির জন্য একটি বাজার বা কেন্দ্র প্রয়োজন।
* **শ্রমঃ** যেহেতু এই শিল্পটি একটি শ্রম-নিবিড় শিল্প, তাই এর কার্যকর মানবশক্তিকে বিবেচনায় নেওয়া উচিত।
* **মূলধনঃ** মূলধন সৃষ্টিতে সহায়তা করার জন্য একটি ভাল ব্যাঙ্কিং-আর্থিক সুবিধা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন।

**বিতরণঃ**

* **রাজস্থানঃ** যোধপুর, বেওয়ার, বিকানের, আজমের, জয়পুর
* **পঞ্জাবঃ** অমৃতসর, লুধিয়ানা, পাতিয়ালা ধারিওয়াল
* **উত্তরপ্রদেশঃ** মোদীনগর, কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, মির্জাপুর
* **গুয়াজারাতঃ** জামনগর, ভদোদরা
* **মহারাষ্ট্রঃ** জলগাঁও। আমেনার, অম্বরনাথ, মুম্বাই
* অন্যদিকে, রাজস্থান হল সবচেয়ে বেশি পশম উৎপাদনকারী রাজ্য।

**চ্যালেঞ্জগুলো:**

1. **কাঁচা উলের অভাবঃ** ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সূক্ষ্ম মানের কাঁচা উল উৎপাদন হয় না। কারণ ভারতীয় ভেড়ার উৎপাদনশীলতা খুব কম। গড়ে, একটি ভারতীয় ভেড়া বছরে মাত্র 0.86 কেজি উল উৎপাদন করে, যেখানে একটি অস্ট্রেলীয় ভেড়া গড়ে 4.08 কেজি উল উৎপাদন করে। ভারতে উৎপাদিত পশমের একটি বড় অংশ নিম্নমানের এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। 1970-71 সালে ভারতকে Rs.15 কোটি মূল্যের 19.0 হাজার টন কাঁচা পশম আমদানি করতে হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান ছিল 252.9 হাজার টন এবং রু। 2003-04 সালে 1,570 কোটি টাকা।
2. **বাজারের অভাবঃ** ভারতের বেশিরভাগ অংশে গ্রীষ্মমন্ডলীয় এবং উপক্রান্তীয় জলবায়ু রয়েছে যা উলের পোশাকের চাহিদাকে সীমাবদ্ধ করে। দেশের দক্ষিণাঞ্চল সারা বছর উষ্ণ আবহাওয়া উপভোগ করে এবং মানুষের উলের পোশাকের প্রয়োজন হয় না। এমনকি ভারতের উত্তরাঞ্চলেও, শীতের মরশুম বছরে মাত্র চার থেকে পাঁচ মাস স্থায়ী হয় এবং শুধুমাত্র এই সময়কালেই কিছু পরিমাণে উলের পোশাকের প্রয়োজন হয়। 7 থেকে 8 মাস স্থায়ী গরম আবহাওয়া হল শিথিল সময় যা মূলত সশস্ত্র বাহিনী এবং রপ্তানির জন্য উৎপাদন করা হয়। ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে, উলের বস্ত্র শিল্প ভারতে একটি মৌসুমী ঘটনা।
3. **আধুনিক সরঞ্জামের অভাবঃ** অন্যান্য টেক্সটাইল শিল্পের মতো উলের টেক্সটাইল শিল্পের বেশিরভাগ সরঞ্জাম অপ্রচলিত এবং পুরানো, যার ফলে এর পণ্যগুলি বিশেষত আন্তর্জাতিক বাজারে চির-পরিবর্তিত নকশা এবং নিদর্শনগুলির সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় না। শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করার ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কার্পেট শিল্পের যান্ত্রিকীকরণের জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। এটি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গুণমান উন্নত করতেও সহায়তা করবে।
4. **নিম্নমানেরঃ** কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে, ভারতীয় উলের পণ্যগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে নিম্নমানের বলে মনে করা হয় যার ফলে চাহিদার অভাব দেখা দেয়। ভারতীয় নিটওয়্যার প্রায়শই সঙ্কুচিত প্রতিরোধী, মথ-প্রুফ এবং দ্রুত-রঙিন হয় না।

**সরকারি উদ্যোগঃ**

* + ইন্টিগ্রেটেড উল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আই. ডব্লিউ. ডি. পি) একটি সমন্বিত কর্মসূচি, যা সমস্ত উল উৎপাদনকারী রাজ্যে ছোট, মাঝারি এবং বড় আকারের উল উৎপাদনকারী ইউনিটগুলিকে সহায়তা করার জন্য প্রয়োগ করা হয়।
  + দেশের গ্রামাঞ্চলে পশম উৎপাদনকারী উৎপাদকদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করার জন্যও এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করা হয়েছিল।
  + এই প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্য হল ভারতে পশম উৎপাদন হ্রাস বন্ধ করা এবং এই প্রকল্পে বিভিন্ন উপাদান সরবরাহ করে উৎপাদন প্রক্রিয়াটিকে উন্নীত করা এবং সমস্ত গ্রামীণ পশম উৎপাদনকারী ক্ষেত্রের মধ্যে পশম উৎপাদনে স্থিতিশীল বৃদ্ধি সক্ষম করা।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

* + ভারতে বার্ষিক পশম উৎপাদন বৃদ্ধি করা
  + উল ফাইবারের গুণমান এবং উল প্রক্রিয়াকরণের গুণমান উন্নত করতে
  + আমদানি ও রপ্তানি উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণমান উন্নত করতে সেবা ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন
  + উল রপ্তানি উৎপাদনের জন্য বিপণন ও ব্র্যান্ডিং প্রচার বৃদ্ধি করা

**চিনি শিল্প**

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে চিনি উৎপাদনের প্রচলন ছিল। **অথর্ববেদে** চিনি তৈরির প্রক্রিয়াটির উল্লেখ রয়েছে এবং এটি **শঙ্করন** নামে পরিচিত। তবে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতে আধুনিক চিনি শিল্পের বিকাশ ঘটে। চিনি শিল্প ভারতের **দ্বিতীয়** বৃহত্তম কৃষি-ভিত্তিক শিল্প।